হরিপাল চরিত্র বিচিত্র অদ্‌ভূত।
শ্রবণে কলুষনাশ হারে রবিসূত।।
যেবা শুনে গায় হয় দুস্তারে নিস্তার।
হেন মধু পিও সাধু জন্ম নাহি আর।।
হরিপ্রেম সাগরে সাঁতারে সাধু লোক।
শ্রীহরি-চরিত্র সুধা ক্ষুধার্ত্ত তারক।।

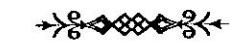

ভক্তগণ প্রমত্ত

মল্লকান্দী নিবাস ছাড়িয়া মৃত্যুঞ্জয়।।
কালীনগরেতে বাস প্রভুর আজ্ঞায়।।
যে কালেতে মৃত্যুঞ্জয় এল এই দেশে।
সূর্য্যনারায়ণ মত্ত প্রথমতঃ এসে।।
তারপর মাতিল তারক সরকার।
কাশীমাকে মা বলিয়া পদ কৈল সার।।
তারকের জন্মদাতা পিতা কাশীনাথ।
মাতা অন্নপূর্ণাদেবী তস্য গর্ভজাত।।
গুরু মৃত্যুঞ্জয় গুরুমাতা কাশীশ্বরী।
নামে নামে মিশামিশি এই জ্ঞান করি।।
আরো হরিচাঁদ নামে গুণ প্রকাশিয়া।
প্রথমতঃ হরিপদ দিল দেখাইয়া।।
উপদেষ্টা গুরু বলি মানিল তারক।
তাহা দেখি এদেশে মাতিল বহুলোক।।
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পাল, কুন্ডু, নমঃশূদ্র।
জাতি নানাবিধ যত ছিল ভদ্রাভদ্র।।
মাতিল চন্দ্রমল্লিক অতি নিষ্ঠারতি।
হ'ল যেন কাশীমার গর্ভজ সন্ততি।।
মত্ত রাধানাথ চন্দ্রমল্লিকের শিশু।
খাসীয়ালী নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু।।
পিরিতিরামের পুত্র দক্ষিণ রাঢ়ীতে।
কুলীনের বংশে জন্ম কায়স্থ কুলেতে।।
কাশীমাকে মা বলিয়া পূর্ণ মাতৃভাব।
হরিপাল সঙ্গেতে হইল সখ্যভাব।।
তারকেরে গুরু মানি' প্রিয় শিষ্য হ'ল।
হরিচাঁদে প্রাণ সঁপি নামেতে মাতিল।।
শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্ত্তী পৈইতে ছিঁড়িয়ে।
হরিপ্রেমে মেতে গেল উদাসীন হ'য়ে।।
মহানন্দ আজ্ঞাক্রমে তারকে ধরিল।
আত্মাসমর্পণে গুরু বরণ করিল।।
গাছবাড়ী গ্রামে মাতে চন্দ্র রামধন।
বহুজন মাতাইল তারা দুইজন।।
মাহিষ্য মাধব দাস গাছবেড়ে গ্রামে।
সিকদারোপাধি মত্ত হরিচাঁদ প্রেমে।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ব'লে সারে রোগী।
গুরুচাঁদ প্রিয়ভক্ত গাঢ় অনুরাগী।।
মনপ্রাণ সঁপিয়াছে গুরুচাঁদ পায়।
স্নান সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত প্রেমোন্মত্ত কায়।।
মাতিল মাহিষ্য দাস দাসের ময়াল।
তারমধ্যে মাধব করেন ঠাকুরাল।।
কপালী ময়াল মধ্যে করে ঠাকুরালী।
যোগানিয়া গ্রামে ভক্ত নিমাই কপালী।।
তার প্রতি মাধবের দয়া উপজিল।
তার বাড়ী ঠাকুরের আসন পাতিল।।
শ্রীগুরুচাঁদের নামে করিল ঔদাস্য।
তাহারা সকলে হ'ল তারকের শিষ্য।
মাতিল কালীয়া গ্রামে বিপ্র পঞ্চানন।
বড় অধিকারী তিনি ভকত সুজন।।
ভট্টাচার্য্য উপাধিক শ্রেষ্ঠ শ্রেণী রাঢ়ী।
ভক্ত সঙ্গে যান রঙ্গে ওড়াকান্দী বাড়ী।।
'দোহাই শ্রীগুরুচাঁদ' ব'লে রোগী সারে।
মানসিক টাকা দেন শ্রীগুরুচাঁদেরে।।
গুরুচাঁদ নামে ঘট পাতিল ঠাঁই ঠাঁই।
আমবাড়ী গ্রামে ঘট পাতিল গোঁসাই।।